মিটফোর্ডে ভাঙারি ব্যবসায়ী খুনে যুবদল নেতাসহ চারজন গ্রেপ্তার

সংগৃহীত ছবি

ঢাকার মিটফোর্ড হাসপাতালের সামনে প্রকাশ্যে ভাঙারি ব্যবসায়ী মো. সোহাগকে পিটিয়ে ও কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘটনায় যুবদল নেতা মঈনসহ চারজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। হত্যার পেছনে চাঁদাবাজি, ব্যবসায়িক বিরোধ এবং রাজনৈতিক প্রভাবের প্রমাণ মিলেছে। চার আসামিকেই পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়েছে গোয়েন্দা পুলিশ।

গত ৯ জুলাই সন্ধ্যায় রাজধানীর ঐতিহাসিক মিটফোর্ড হাসপাতালের ৩ নম্বর গেটের সামনে ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের শিকার হন মো. সোহাগ (৩৮), যিনি ইসলামবাগ এলাকায় ভাঙারির ব্যবসা করতেন।

সিসিটিভি ফুটেজ ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনা অনুযায়ী, ১০-১৫ জনের একটি সন্ত্রাসী দল ধারালো অস্ত্র, রড ও পাথর দিয়ে সোহাগকে নির্মমভাবে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করে।

✔️ পুলিশ তদন্তে উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য—

ঘটনার মূল হোতা হিসেবে উঠে এসেছে স্থানীয় যুবদল নেতা মো. মঈনের নাম।

তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিহত সোহাগের কাছে নিয়মিত চাঁদা দাবি করতেন।

টাকা না দেওয়ায় একাধিকবার তাকে হুমকি ও মারধরের অভিযোগও রয়েছে।

ঘটনার পরপরই র‍্যাব ও ডিবি অভিযান চালিয়ে জনি ও যুবদল নেতা মঈনকে গ্রেপ্তার করে। পরে আরও অভিযান চালিয়ে মাহিন ও রবিন নামে দুই যুবককে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি বিদেশি পিস্তলও উদ্ধার করা হয়েছে।

ঘটনাটি নিয়ে চাঁদাবাজি, এলাকা নিয়ন্ত্রণ এবং রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতার ইঙ্গিত পাওয়া গেছে, বলে নিশ্চিত করেছে পুলিশ।

এ ঘটনায় ১৯ জনের নাম উল্লেখ করে ও ১৫-২০ জন অজ্ঞাত আসামিকে অভিযুক্ত করে নিহতের স্ত্রী বাদী হয়ে মামলা দায়ের করেছেন।

বর্তমানে চার আসামিকেই পাঁচ দিনের রিমান্ডে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।